রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর — 10 Marks

1. স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা করো। (Discuss the main recommendations of Sadler Commission.)

Ans. মাধ্যমিক শিক্ষা (Madhyamik Education)

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশনের মতে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার সার্থক হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। "No satisfactory reorganization of University system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganization of the system of Secondary Education upon which University work depends, is carried into effect."—Calcutta University Report, (Vol. V. p. 297)।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও জ্ঞানপিপাসার প্রশংসা করা হয়। অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না, সে কথাও বলা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটির মূলে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হত, সেই বেতনে যোগ্য লোক পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তারপর শিক্ষকদের অনেকেরই কোনো ট্রেনিং নেই। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষাবিভাগের দ্বৈত শাসনের কবলে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা সরকার না করলে কোনো সংস্কারই কার্যকর হবে না। এজন্য সরকারি তহবিল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত 40 লক্ষ টাকা সাহায্যের সুপারিশ করা হয়।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু কলেজের প্রথম দু-বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ, তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এই দু-বছরের শিক্ষার নাম হবে 'ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা'।

পরিচালনকারী বোর্ড গঠন (Formation of Managing Board): মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক বোর্ড গঠিত হবে। এতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। বোর্ড যাতে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বোর্ডের বেশিরভাগ সদস্যই হবেন বেসরকারি। কমিশন বোর্ডে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়ার কথা বলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশন সাম্প্রদায়িক বিভেদের নীতিকে গ্রহণ করার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

ইন্টারমিডিয়েট (Intermediate) শ্রেণিকে ডিগ্রি কলেজ থেকে পৃথক করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। এই কলেজে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারের স্থলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে (IA) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হবে।

ইংরেজি ও গণিত ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হবে। কলেজীয় শিক্ষার বাহন অবশ্য ইংরেজিই থাকবে।

কমিশন আশা করেছিলেন—এই বোর্ড গঠিত হলে—বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের চাপ অনেক কমে যাবে। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (University Education)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিশন বিভিন্ন ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন—

1. বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাদের আয়ের কোনো উৎস নেই। ছাত্রদের বেতনের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়।
2. স্নাতক স্তরের পাঠক্রম মূলত সাহিত্যধর্মী ও তত্ত্বগত। কারিগরি বা বৃত্তি শিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষণ পদ্ধতিও বক্তৃতাধর্মী।
3. কলেজ অধ্যাপকদের বেতন অল্প। তাঁদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। কাজের সম্মান নেই। ফলে উপযুক্ত ব্যক্তি এই চাকরি গ্রহণ করতে চান না।
4. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কাজের চাপে ভারাক্রান্ত। কলেজ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয়ের অনুমোদন দান ও পরীক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অত্যন্ত অনমনীয়। সব রকম কাজের উপর সরকার কর্তৃত্ব করে।
5. বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কল্যাণের দিকে মোটেই লক্ষ রাখতে পারে না। এখানকার পঠনপাঠন ব্যবস্থা বাস্তবমুখী নয়। এ শিক্ষা কেরানি তৈরি করার উপায়মাত্র।

এইসব ত্রুটি দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যেসব সুপারিশ করেন সেগুলি হল—

পঠনপাঠন

1. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটি একটি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। গ্রামীণ কলেজগুলিকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে, যাতে এগুলি ক্রমে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে উঠতে পারে।
2. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্য ঢাকায় একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলেন।
3. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ডিগ্রি কোর্স দু-বছরের স্থলে তিন বছর করা হবে।

Scanned with CamScanner

4. মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা সহজ হবে।
5. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিষয়ে দোষত্রুটি দূর করতে হবে—এরজন্য কমিশন পরামর্শ দেন—
   - শিক্ষাকে শুধুমাত্র বক্তৃতাভিত্তিক না রেখে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থায় পড়াশোনার উন্নততর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে।
   - বিএ পরীক্ষায় অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।
   - ভারতীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক পদ ও রিডারের পদ সৃষ্টি করতে হবে।
   - ডিগ্রি পরীক্ষার অনার্স কোর্সে দেশীয় ভাষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন (University Administration)

1. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে। এই সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের প্রতিনিধি বাড়ানোর কথা বলা হয়।
2. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়ম নমনীয় হবে।
3. সেনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক কোর্ট (Court) ও ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতি (Executive Council) গঠন করার সুপারিশ করা হয়। সব সময়ের জন্য সবেতন উপাচার্য নিয়োগের কথা বলা হয়।
4. অধ্যাপক নিয়োগ, পাঠক্রম প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, ডিগ্রি বিতরণ এবং পঠনপাঠন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফ্যাকাল্টি ও বোর্ড অব স্টাডিজ (Faculty and Board of Studies) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়।
5. প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষাবিভাগ (Department of Education) স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বিএ ও আইএ পরীক্ষায় শিক্ষা (Education) একটি বিষয়রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।
6. ছাত্রকল্যাণের জন্য একটি ছাত্রকল্যাণ পরিষদ স্থাপন করতে হবে। শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একজন শারীরশিক্ষা অধিকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

স্ত্রীশিক্ষা (Women's Education)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি বিশেষ বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হয়। 15/16 বছরের মেয়েদের জন্য 'পর্দা-স্কুল' স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education)

বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যাবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগসাধনের জন্য একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সুপারিশ করেন।

2. হার্টগ কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা করো। (Discuss the main recommendations of Hartog Committee.)

Ans. হার্টগ কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি হল—

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি কমিটি প্রথম বিশ্লেষণ করেন।

1. ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর দেশ। গ্রামপ্রধান ভারতের বেশিরভাগ জনগণ গ্রামেই বাস করে। গ্রামীণ সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির পথে বিরাট বাধা। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামেই অবস্থিত। গ্রামে যানবাহন ও যাতায়াতের রাস্তাঘাটের অভাব। শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্কুলে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর। তা ছাড়া দরিদ্রতা, সামাজিক কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতীয় জনগণকে বিপাকে ফেলেছে।
2. কমিটি বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূর হয় না, এই শিক্ষা শ্রম ও অর্থের অপচয় মাত্র। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অভাবনীয় অর্থ ও শ্রমের অপচয় এঁরা লক্ষ করেছিলেন। একজন শিক্ষার্থী যদি 4 বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করে, তাহলে শিক্ষার্থীকে সাক্ষরপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করা যায় না। গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই 4 বছর স্কুলে পড়ত। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ অপচয় আরও বেদনাদায়ক।

অপচয় (Wastage)

কমিটি প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির মধ্যে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণস্বরূপ অপচয় ও অনুন্নয়নকে দায়ী করেছেন। পরীক্ষায় পাশ করে সাক্ষরতা লাভ করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করাকে বলা হয় অপচয় (Wastage)।

অনুন্নয়ন (Stagnation)

পরীক্ষায় ফেল করে বছরের পর বছর একই শ্রেণিতে থেকে যাওয়াকে বলে অনুন্নয়ন (Stagnation)।

কমিটি অপচয় ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 500 জনের কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে স্কুল স্থাপন করলে তা অর্থনৈতিক কারণে সফল হতে পারে না। শিক্ষার্থীর অভাবে স্কুল অচল হয়ে যায়। এ ছাড়া কমিটি অপচয় ও অনুন্নয়নের কারণ প্রসঙ্গে বলেন—1. বয়স্কদের শিক্ষার অভাব, 2. যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, 3. ছেলে ও মেয়ে অথবা ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক স্কুলের দাবি, 4. জীবনভিত্তিক পাঠ্যসূচির অভাব।

Scanned with CamScanner